পাচারের তালিকায় ধূপকাঠিও

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি ঃ সোনা, গোরু, অস্ত্র এসব তো পাচারের তালিকায় ছিলই। এবার বাংলাদেশে পাচারের তালিকায় নাম লেখাল ধূপকাঠিও। বাংলাদেশে পাচারের সময় ১৪ কার্টন ধূপকাঠি উদ্ধার করলেন বিএসএফের ১৮৩ ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা। সঙ্গে অবশ্য ১০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপও উদ্ধার করা হয়েছে। এদিন দুপুরে সেগুলি বালুরঘাট থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবেই অবাক পুলিশ কর্তারাও। ধূপকাঠিও পাচার হতে শুরু করায় আশ্চর্য সকলে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, বালুরঘাট থানার সোনাপাড়া সীমান্ত গ্রামে পাচার সমস্যা রয়েছে। বিএসএফ ওই সীমান্তে কড়া নজরদারি রেখেছে। এদিন ভোরে প্রচণ্ড শীত ও কুয়াশাকে কাজে লাগিয়ে পাচারের ছক ছিল দুষ্কৃতীদের। তবে দূর থেকেই কাঁটাতারের বেড়ার কাছে কিছু সামগ্রী নিয়ে মানুষদের জমা হতে দেখে তাড়া করেন বিএসএফ জওয়ানরা। পাচারকারীরা সামগ্রী ফেলেই পালায়। বড়ো কার্টন দেখে জওয়ানরা সাফল্য পেয়েছেন বলে মনে করেন। কিন্তু দেখা যায়, ধূপকাঠিতে ভরতি ১৪টি কার্টনগুলি। বড়ো বড়ো বাক্সগুলিতে শুধুই ধূপকাঠি রয়েছে। তবে একটি বাক্সে ১০০ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপও মিলেছে। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

বারান্দাই বৃদ্ধাশ্রম

প্রথম পাতার পর

অজিতকুমার রায়, অতসী বাগচী, সুভদ্রা সরকাররা কম্বল বিলি করতে গিয়ে এলাকারই মানুষের কাছ থেকে জ্যোৎস্না ঘোষের কথা জানতে পারেন। তাঁরা সাহায্য নিয়ে ছুটে যান সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে। বৃদ্ধার কাছ থেকে শোনেন গোটা বিষয়টি। ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়ানোর কথা ভাবেন তাঁরা। সেদিন জ্যোৎস্নাদেবীর হাতে নগদ কিছু টাকা এবং কম্বল দিয়ে চলে আসেন। সংগঠনের তরফে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে যাওয়া হবে বলে ঠিক করেন তাঁরা। সংগঠনের পক্ষে সুজিত দাস বলেন, এই হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় আমরা মোটা জামাকাপড় পরেও স্বস্তি পাচ্ছি না, আর ৭০ বছরের এক বৃদ্ধা কীভাবে ভাঙাচোরা বাড়িতে থাকছেন, তা অনুভব করতেও খুব কষ্ট লাগে। ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত অমানবিক। সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু তারা কোনো অবস্থাতেই তাঁকে ফিরিয়ে নেবে না বলে জানিয়েছে। ভিক্ষাবৃত্তি এবং বার্ধক্যভাতা দিয়ে কোনোমতে চলছেন জ্যোৎস্নাদেবী। কিন্তু বাড়ির বাইরে আর কতদিন এভাবে থাকবেন। আমরা বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমাশাসকের কাছে এসেছিলাম। কিন্তু সরকারি কাজে এসডিও না থাকায় তাঁর দপ্তরে বৃদ্ধার অত্যাচারের ঘটনা লিখিত আকারে জানিয়েছি। ওই পরিবারের শাস্তির দাবি জানিয়েছি এবং বৃদ্ধার শেষ বয়সটা যাতে ঠিকভাবে অতিবাহিত হয়, সেজন্য দরবার করেছি।

ভরাট হচ্ছে জলাশয়

প্রথম পাতার পর

বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফ থেকে ওই জলাশয়টি কাল থেকে ভরাট করা হচ্ছে। যদিও এক্ষেত্রে রায়গঞ্জ ব্লকের ভূমি ও ভূমিসংস্কার দপ্তরের তরফ থেকে কোনো অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে জানালেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এক আধিকারিক। রায়গঞ্জের পুরসভার কলেজপাড়া, দেবীনগর, বন্দর, উকিলপাড়া সহ একাধিক এলাকায় বিশাল জলাশয় অথবা পুকুরের চারদিকে টিনের বেড়া লাগিয়ে গোপনে ট্র্যাক্টর বোঝাই মাটি ফেলা হচ্ছে। পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক লাগোয়া বিরাট জলাশয় ভরাট চলছে। বছরখানের আগেও ওই সড়কের দু'ধারে পানিফল চাষ হতো এখন ধু-ধু মাঠে পরিণত হয়েছে। রায়গঞ্জ পুরসভার তিন মৌজার মধ্যে মোহনবাটি মৌজায় পুকুরের সংখ্যা ছিল ১৮৪টি, ডোবার সংখ্যা ছিল ৫৪টি। বরুয়া মৌজায় পুকুরের সংখ্যা ছিল ১১২টি এবং ডোবা ৪৭টি। এছাড়া রায়গঞ্জ মৌজায় পুকুর এবং ডোবা মিলিয়ে অন্তত ৯৬টি জলাশয় ছিল। এক বছর আগেও এসব জলাশয়ের একাংশের অস্তিত্ব ছিল।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? বিচারপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কি সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করছে ?

SMS করুন। আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

পাহাড় নিয়ে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য সরকার কি রাজি হবে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

প্রতিবেশী দেশগুলিকে চিন শিবিরে ভিড়তে দেবে না ভারত।

–জেনারেল *বিপিন রাওয়াত,*
সেনাপ্রধান
(আর্মি ডে-এর প্রাক্কালে সাংবাদিক বৈঠকে)

বিবেকানন্দের জন্মদিনে রায়গঞ্জে র‍্যালি।– বিশ্বজিৎ সরকার

বুনিয়াদপুরের রাস্তায় একগুচ্ছ বিবেকানন্দ।– অনুপ মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে
বিবেক চেতনা উৎসব ২০১৮
ব্যবস্থাপনায় – পুরাতন মালদহ পৌরসভা

পুরাতন মালদায় বিবেক চেতনা উৎসবের মিছিল।– রেজাউল হক

জন্মজয়ন্তীতে দুই দিনাজপুরে শ্রদ্ধায় স্মরণ স্বামীজিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১২ জানুয়ারি ঃ ১২ জানুয়ারি স্বামীজির ১৫৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দুই দিনাজপুরের বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে মহা সমারোহে পালিত হয় বিবেকচেতনা উৎসব। শুক্রবার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এই উৎসব উপলক্ষ্যে। নানা ধরনের কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধা জানানো হয় স্বামী বিবেকানন্দকে।

তপন ব্লক প্রশাসন ও যুবকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে শুক্রবার আয়োজন করা হয় বিবেকচেতনা উৎসবের। তপন নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তপন ব্লকের বিডিও সিদ্ধার্থ সুব্বা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তপন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা দাস, সহকারী সভাপতি আমজাদ মণ্ডল, তপন মার্কেটিং সোসাইটির চেয়ারম্যান তাপস মণ্ডল, তপন থানার ওসি সৎকার স্যাংবো সহ অন্যান্যরা। বিবেকচেতনা উপলক্ষ্যে তপন ব্লক অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি র‍্যালি বের হয়। এছাড়াও তাঁরা কবিতা, আবৃত্তি, নৃত্য প্রতিযোগিতা সহ ছোটোদের জন্য বসে আঁকো প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন। পাশাপাশি আয়োজন করা হয় চার দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্টের। তাঁদের উদ্যোগে এদিন দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্রও বিলি করা হয়। অপরদিকে, তপন ব্লকের চ্যাঁচাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চ্যাঁচাই মোড়ে বসানো হয় স্বামী বিবেকানন্দের একটি আবক্ষমূর্তি। এদিন স্বামী বিবেকানন্দের আবক্ষমূর্তি উন্মোচন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী বাচ্চু হাঁসদা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তপন ব্লকের বিডিও সিদ্ধার্থ সুব্বা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক পবিত্র মহন্ত, তপন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়াশিস ঘটক, বালুরঘাট পূর্ব সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক তারকনাথ মল্লিক, ডাই মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আদুরি বর্মন, গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাজেন মুর্মু সহ অন্যান্যরা।

এদিকে এদিন সকালে বুনিয়াদপুর পুরসভার পরিচালনায় বুনিয়াদপুর পৌর ছাত্র-যুব উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এক বিশাল এবং বর্ণাঢ্য মিছিল প্রথমে স্বামীজির জয়গান গেয়ে সারা বুনিয়াদপুর শহর পরিক্রমা করে। পরবর্তীতে স্থানীয় বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে বুনিয়াদপুর পৌর বিবেকচেতনা উৎসবের সূচনা হয়। মঞ্চে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তিরা স্বামীজির জীবনী এবং সমাজগঠনে তাঁর অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়। বিবেকচেতনা উৎসব উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ব্যবস্থাপনায় সেবাশ্রম প্রাঙ্গণে কুইজ এবং কচিকাঁচাদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তিতে, স্বামীজির পুজো শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গঙ্গারামপুর হাইস্কুলে ছবিতে বিবেকানন্দের জীবনকাহিনি।– চয়ন হোড়

কুশমণ্ডিতে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে এদিন শেষ হল কুশমণ্ডি ব্লকের বিবেকচেতনা উৎসব। মহিপাল উচ্চ বিদ্যালয়ে উৎসবের সূচনা করেন জয়েন্ট বিডিও স্নেহাশিস ভৌমিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মিঠু জোয়ারদার। মন্ত্রীর প্রতিনিধি প্রীতি মজুমদার জানান, বৃহস্পতিবার উৎসবের শুরু হয়েছিল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ সাংস্কৃতিক নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। শুক্রবার উৎসবের শেষ দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় র‍্যালির মাধ্যমে। অনুষ্ঠিত হয় আবৃত্তি ও মিশন নির্মল বাংলাকে সামনে রেখে ক্লাব পর্যায়ের কুইজ প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন ব্লক যুবকল্যাণ আধিকারিক গোবিন্দ কিঙ্কর ভট্টাচার্য সহ স্থানীয় বহু মানুষ।

বাদ যায়নি হরিরামপুর ব্লকও। শুক্রবার শেষ হয় হরিরামপুর ব্লক বিবেকচেতনার উৎসব। গতকাল উৎসবের সূচনা করেন বিডিও বাসুদেব সরকার। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন বর্মন, ব্লক যুবকল্যাণ আধিকারিক গোবিন্দ কিঙ্কর ভট্টাচার্য, জয়েন্ট বিডিও গৌরাঙ্গ বর্মন সহ এলাকার মানুষজন। ব্লক যুবকল্যাণ আধিকারিক জানান, বিবেক চেতনা উৎসবের সমস্ত অনুষ্ঠানের সঙ্গেই এদিন ওই উৎসব মঞ্চ থেকে গরিব মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মহকুমাশাসক দেবাঞ্জন রায়।

এদিন হেমতাবাদের ভরতপুর উচ্চবিদ্যালয়েও বিবেক চেতনা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। হেমতাবাদ ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় এদিন অনুষ্ঠানের সূচনায় শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয় স্বামীজির প্রতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হেমতাবাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হুসনেয়ারা খাতুন, বিডিও সঞ্জয় থাটাল, জেলাপরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রফুল্ল বর্মন, বিডিও'র প্রতিনিধি শেখর রায় ও মিহির দাসগুপ্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দের জীবনী ও কিছু আলোচনা ছাড়াও বসে আঁকো ও বিবেকানন্দ সাজো প্রতিযোগিতার আয়োজন ছিল।

হিলি ব্লকের ত্রিমোহিনীতেও আয়োজিত হয় বিবেকচেতনা উৎসব। ১১ ও ১২ জানুয়ারি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রথমদিনে মানিকো ফুটবল ময়দানে বিবেকচেতনা উৎসব উপলক্ষ্যে ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। এরপর শুক্রবার ত্রিমোহিনী হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি মিছিল পরিক্রমা করার পর, ত্রিমোহিনী হাইস্কুল প্রাঙ্গণেই বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী দিবস উপলক্ষ্যে বিবেক চেতনার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের ভূমিকা এবং এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন অধ্যাপক হিমাংশুকুমার সরকার, স্বামী দিবাকরানন্দজি মহারাজ। সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন হিলির বিডিও সঞ্জয় সুব্বা, ত্রিমোহিনী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কমলকুমার জৈন প্রমুখ। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুবকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে।

উৎসবের সূচনায় লোকশিল্পীরা। শুক্রবার পুরাতন মালদায় তোলা সংবাদচিত্র।

পুরাতন মালদায় লোকসংস্কৃতি এবং যাত্রা উৎসবের সূচনা

পুরাতন মালদা, ১২ জানুয়ারি ঃ মালদা জলা লোক সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসবের সূচনা করলেন জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য। তিনদিন ধরে এই উৎসব চলবে পুরাতন মালদার মুচিয়ার চন্দমোহন উচ্চবিদ্যালয়ে। জেলার প্রায় তিনশো লোকশিল্পীর সমন্বয়ে এদিন মুখরিত হয় লোক সংস্কৃতি ও যাত্রা মঞ্চ। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে জেলাশাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলাপরিষদের সভাধিপতি সরলা মুর্মু। অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আর ভিমলা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) দেবতোষ মণ্ডল। পুরাতন মালদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুবোধ চৌধুরি, বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, মুচিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ সরকার সহ জেলার তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের শুরুতে লোকশিল্পীরা নিজেদের কলা প্রদর্শন করেন। জেলাশাসক বলেন, সাধারণ মানুষের সুখ, দুঃখ, অনুভূতি নান্দনিক বোধ সবকিছুই প্রকাশ প্রায় বিভিন্ন ধরনের লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে। মালদা জেলায় সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক বৈচিত্র রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে যাবেন। তাই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিও রয়েছে। সেসব মিলিয়ে মিশিয়ে সংস্কৃতির অনবদ্য প্রকাশ আজ এখানে দেখলাম সবাই। সভাধিপতি বলেন, জেলার লোক সংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসব পুরাতন মালদায় হচ্ছে, সেটা খুব ভালো উদ্যোগ। পুরাতন মালদায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকশিল্পী রয়েছে। আগামীদিনে এই উৎসবও যেন আরো উৎসাহের সঙ্গে হয় সেটাই আশা রাখব।

বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস বলেন, এদিন লোকসংস্কৃতি ও যাত্রা উৎসবের উদ্‌বোধন হল। তিনদিন ধরে লোক শিল্পী সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় তিনশোর বেশি লোকশিল্পী অংশ নিয়েছেন। এটা জেলার গর্ব।

চিটফান্ডের দপ্তরে সিবিআই হানা

কলকাতা, ১২ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার সকালে সিবিআই কলকাতা সহ রাজ্যের ২০টি জায়গায় তল্লাশি চালায়। সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এদিন কলকাতার আমানত গোষ্ঠী নামে একটি চিটফান্ডের দপ্তর, ডিরেক্টরদের বাড়ি ও অন্যান্য কয়েকটি এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে তারা বেশ কিছু নথিপত্র আটক করেছে। সিবিআই জানিয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মতো বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থার বিরুদ্ধে যে তদন্ত চলছে সেই তদন্তের সূত্রেই তারা এদিন তল্লাশি চালায়। আমানত গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনন্দ চন্দ্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লোককে প্রলোভন দেখিয়ে তিন কোটি টাকা তোলার অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া ওই চিটফান্ড সংস্থার দশ জন ডিরেক্টর আলাদাভাবে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা তুলেছিলেন। সুদ সহ ওই টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত দেওয়া হবে বলে আমানতকারীদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আমানতকারীরা টাকা ফেরত না পাওয়ায় ওই সংস্থার ডিরেক্টরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সিবিআই ওই সংস্থার ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই সংস্থার ডিরেক্টরদের মধ্যে অন্যতম সুভাষচন্দ্র দাস, পিনাকি রায়চৌধুরি, সৌমেন ধর ও নিবিড়কান্ত রায়।

শিশুর মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

গাজোল, ১২ জানুয়ারি ঃ এক সদ্যোজাতর মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গাজোলের পাণ্ডুয়া এলাকায়। স্থানীয় মনুষদের দাবি, সদ্যোজাতকে গলা টিপে খুন করে ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে গিয়েছে তার মা। এর আগেও তার ২টি সদ্যোজাত ছেলেকে এভাবে মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল ওই মহিলা। যদিও ওই মহিলার দাবি, বাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। বাথরুমে শৌচকর্ম করতে যাওয়ার সময় আচমকাই প্রসব হয়ে যায়। দেখা যায় শিশুটি মৃত। তাই তিনি ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে যান। যদিও এলাকাবাসীরা মহিলার এই বক্তব্য মানতে নারাজ। তাঁরা জানালেন, সন্তানসম্ভবা হলে কোনো মহিলাই বাড়িতে একা থাকেন না, শাশুড়ি থাকলে শ্বশুরবাড়ি থাকেন, না হলে বাপের বাড়িতে থাকেন। এ নিয়ে পরপর ৩ বার একই ঘটনা ঘটে গেল। একই ঘটনা বারবার ঘটবে কেন? স্থানীয় বাসিন্দা সাবেরা বিবি, আজমল হোসেনরা জানান, তাদের সঙ্গে একই গ্রামে বাস করে সারবানু বিবি। স্বামী মোজাম্মেল শেখ ভিনরাজ্যে কাজ করার জন্য বাইরে থাকে। এদিন সকালবেলা গ্রামের লোকজন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ঝোপের মধ্যে এক সদ্যোজাত পুত্রসন্তানের মৃতদেহ দেখতে পায়। স্বাভাবিকভাবেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। একটু খোঁজখবর করতেই জানা যায়, মৃত শিশুটি সারবানু বিবির। তাকে চেপে ধরতেই সে স্বীকার করে মৃত শিশুটি তারই সন্তান। সে জানায় এদিন রাতে শৌচকর্ম করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করেই প্রসব হয়ে যায়। দেখা যায় শিশুটি মৃত। তাই ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ সারবানুর এই বক্তব্য মানতে নারাজ। এর আগেও দুটি পুত্রসন্তান হয়েছিল তার। কিন্তু জন্মানোর সময় সে দুটোও নাকি মৃত ছিল বলে দাবি করেছিলেন সারবানু। গাজোল থানায় পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সদ্যোজাতর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানার জন্য এদিন দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে গাজোল থানার পুলিশ।

সদ্যোজাতের মৃতদেহ ঘিরে জনতার ভিড়।– পঙ্কজ ঘোষ

ফিকে রোদে হাড় কাঁপাচ্ছে ঠান্ডা

পতিরাম, ১২ জানুয়ারি ঃ মাঝিয়ানের সতর্কবার্তা আংশিক মিলে গেল শুক্রবার ভোরেই। এদিন বালুরঘাটে তাপমাত্রার পারদ নেমে গেল সর্বনিম্ন ৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই মাত্রা আরো নেমে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে চলে যেতে পারে বলে এদিনও আশঙ্কা প্রকাশ করেন আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর। তিনি জানান, এদিন জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুপুরের দিকে সূর্যের দেখা মিললেও রোদের তাপ কার্যত ছিল না। অন্যদিকে, এদিন মালদার তাপমাত্রার কিছুটা উন্নতি হয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ ছিল ১৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে মালদা জেলার তাপমাত্রা থাকতে পারে সর্বনিম্ন ৮-১০ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ১৭-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্র সূত্রে বলা হয়েছে। আগামী ৫ দিনে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় তাপমাত্রা দাঁড়াতে পারে সর্বনিম্ন ৯-১১ ডিগ্রি এবং সর্বোচ্চ ২২-২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতি সপ্তাহের প্রদত্ত এই আবহাওয়ায় অবশ্য জেলায় তাপমাত্রা বাড়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক সতর্কবার্তায় ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে তাপমাত্রার পারদ নামতে পারার খবরে বাসিন্দারা উদ্বিগ্ন। অবশ্য আগামী ৫ দিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই বলে পরিষ্কার জানানো হয়েছে। বাতাসের গতিবেগ হতে পারে প্রতি ঘণ্টায় ৪-৬ কিলোমিটার।

দেহ উদ্ধার

প্রথম পাতার পর

ভোরে রতুয়া থানার চর এলাকা মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের জগদ্বন্ধুটোলায় ওই খুনের ঘটনাটি ঘটে। প্রথমে স্ত্রী রেণু মণ্ডলকে (৫৫) হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করার পর একমাত্র ছেলে উত্তমকেও খুন করার চেষ্টা করেন সাধুচরণ। ঘটনার পরেই সাইকেলে চেপে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। আহত ছেলে উত্তম বর্তমানে রতুয়া হাসপাতালে ভরতি। ওই ঘটনার কথা কিছুই জানতেন না হরিশ্চন্দ্রপুরের ভিঙ্গোলের বাসিন্দা বিষ্ণু দাস। সবজি বিক্রি করতে এসে রাত হয়ে গিয়েছে বলে তাঁর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চান সাধুচরণ। অপরিচিতকে আশ্রয় দিতে প্রথমে আপত্তি থাকলেও তাঁর কান্নাকাটি শুনে ও সাইকেল দেখে নিশ্চিত হয়ে শীতের রাতে বাড়িতে আশ্রয় দেন। বিষ্ণুবাবু এদিন জানান, প্রথমে অতিথির অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কী করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

সীমান্ত নিয়ে বৈঠক

প্রথম পাতার পর

জরিপ নিয়েও সিদ্ধান্ত হয়েছে। দুই দেশের তরফেই জোর দেওয়া হয়েছে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টিতে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, দুই দেশের একটি দল সীমান্ত সমীক্ষা করবে। পিলার কোথায় নেই, কোথায় মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে-সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখবে দলটি। ওই কমিটির সুপারিশ মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক চন্দ্র ভিএসএস প্রসাদ এবং নেপালের চিফ সার্ভে অফিসার শিবপ্রসাদ লামসাল জানিয়েছেন, জবরদখল হয়ে থাকা জমি উদ্ধারের সিদ্ধান্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চাঁচলে পালিত হল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মজয়ন্তী সাড়ম্বরে পালিত হল শুক্রবার চাঁচলে। এদিন চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইনস্টিটিউশনের পক্ষ থেকে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চাঁচলের মহারাজা শরৎচন্দ্র রায় নামাঙ্কিত মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য এবং স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন মালদা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী ত্যাগরুপানন্দ। এছাড়াও বিদ্যালয় চত্বরে একটি ভেষজ উদ্যানের উদ্‌বোধন করেন চাঁচলের মহকুমাশাসক দেবাশিস চ্যাটার্জি। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা চাঁচল শহর এলাকা পরিক্রমা করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের বিধায়ক আসিফ মেহেবুব, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আসরারুল হক ও বিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের অধ্যক্ষ পার্থ চক্রবর্তী প্রমুখ। একই সঙ্গে জাতীয় সেবা প্রকল্পের দশম বর্ষপূর্তি উৎসবও পালিত হয়।

অন্যদিকে, যথাযোগ্য মর্যাদায় এদিন স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হল সামসীর বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। এদিন সামসীর দুটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বিজেপির পক্ষ থেকেও স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এছাড়া একটি বেসরকারি বিএড কলেজের পক্ষ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী বিষয়ে আধারিত নাটক 'ধারাপথ' মঞ্চস্থ করা হয়। নাটকটির নির্দেশনা ও পরিচালনা করেন সত্যজিৎ কুণ্ডু। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন শীর্ষেন্দু সরকার, শুভঙ্কর পাল ও খাতিজা খাতুন। এদিন স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান টিআইসি মহম্মদ সেলিম। এছাড়া গোবিন্দপাড়া হাইস্কুলেও বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানান গোবিন্দপাড়া বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি কল্যাণ দাস ও সহকারী প্রধান শিক্ষক রামরঞ্জন সরকার, শিক্ষক প্রণবকান্তি দাস। এদিন ৮ কিমি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় পা মেলান বিজেপির ব্লক সভাপতি আশিস দাস, সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর দাস, জেলা নেতা সৌমিত্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ দাস, শিক্ষক অনিরুদ্ধ সাহা প্রমুখ। সারাদিন ব্যাপী কুইজ ও নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালিত হয়।

গাছ কাটা নিয়ে বিরোধ

রায়গঞ্জ, ১২ জানুয়ারি ঃ গাছ কাটা নিয়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সঙ্গে বিরোধ দেখা দিয়েছে বন বিভাগের। আদালতের অনুমতি নিয়ে পূর্তদপ্তরের কর্মীরা শুক্রবার দুপুরে আদালত চত্বরে থাকা একটি কদমগাছ কাটতেই যাবতীয় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। জেলা আদালতের নাজিরবাবু দেবাশিস ভট্টাচার্য দাবি করেন, 'বনদপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। জানানো হয়েছে জেলা আদালতের বিচারককেও। আমরা কোনো বেআইনি কাজ করিনি।' যদিও বন আধিকারিক দিপর্ণ দত্ত জানান, 'আমার কাছ থেকে গাছ কাটার কোনো অনুমতি নেয়নি রায়গঞ্জ জেলা আদালত কর্তৃপক্ষ। বনদপ্তরের অনুমতি না নিয়েই কদমগাছটি কাটা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা বনদপ্তরের আইন মোতাবেক মামলা করব।' এদিন গোটা ঘটনাকে ঘিরে আদালত চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, রায়গঞ্জ জেলা আদালতের নাজির খানার ঘরের পাশে একটি সুবিশাল কদমগাছ ছিল। সেই গাছের শিকড় ফাটিয়ে দিয়েছে আদালতের জল সরবরাহের পাইপ। অভিযোগ, দিনের পর দিন ওই গাছটি কাটার অনুমতি চাইলেও বনদপ্তরের তরফে কোনো সদুত্তর পাওয়া যায়নি। জলের পাইপ ফেটে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন আদালতের কর্মীরা। গত ৭দিন ধরে শৌচালয় সারতে তাঁদের বাইরে যেতে হচ্ছিল। এদিন পূর্তদপ্তরের কর্মীরা গাছটি কাটতেই আদালতের সঙ্গে বনদপ্তরের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে।

ব্যাংক থেকে গায়েব টাকা

বালুরঘাট, ১২ জানুয়ারি ঃ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে রাতারাতি ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা গায়েব হয়ে গেল এক বিএসএফ জওয়ানের। বালুরঘাট স্টেট ব্যাংক শাখার বিরুদ্ধে এমনই গাফিলতির অভিযোগ করলেন বিএসএফ হেড কনস্টেবল ধনঞ্জয় সিংহ। বর্তমানে তিনি রাজস্থানের ভুজকচ জেলায় কর্মরত। ধনঞ্জয়বাবুর অভিযোগ, সম্প্রতি তিনি বদলি হয়ে রাজস্থানে যান। এর আগে দক্ষিণ দিনাজপুরেই কর্মরত ছিলেন। তিনি স্টেট ব্যাংকের বালুরঘাটের শাখায় অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। সম্প্রতি পাশবই প্রিন্ট করাতে গিয়ে দেখেন ৩১ ডিসেম্বর ও ৩ জানুয়ারি এই দুই দফায় তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ১লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা গায়েব হয়ে গেছে। অথচ তিনি এখনো এটিএম কার্ড হাতে পাননি। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাসও দিয়েছে।

একনজরে

প্রথম পাতার পর

তাঁরই প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে তিনিই হবেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রধান বিচারপতির আসনে বসবেন। সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতি হিসেবে তিনি ২০১২ সালে নিযুক্ত হন। আগামী ২০১৯-এর নভেম্বরে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। নিজের ব্লগে সুপ্রিমকোর্টের কাজকর্মের সমালোচনা করায় প্রাক্তন বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কাটজুর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার নোটিশ জারি করেন বিচারপতি গগৈ।

বিচারপতি মদন ভীমরাও লোকুরঃ সুপ্রিমকোর্টে ডিজিটাইজেশনের ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন। ২০১২ সালে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হওয়ার আগে গুয়াহাটি হাইকোর্ট ও অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভারও সামলেছিলেন তিনি। তার আগে ১৯৯৮ সালে দেশের অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেলও হয়েছিলেন তিনি। আগামী ডিসেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ ঃ ১৯৭৯ সালে কেরল হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু তাঁর। ২০১৩ সালে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। আগামী নভেম্বরে তিনি অবসর নেবেন।

চাঁচলে কাবাডি ও ফুটবল প্রতিযোগিতা

চাঁচল, ১২ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৫তম জন্মদিনে চাঁচল মহকুমা কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল অনূর্ধ্ব ১৯ ছাত্রদের ফুটবল এবং ছাত্রীদের কাবাডি প্রতিযোগিতা। চাঁচল স্টেডিয়ামে নকআউট পর্যায়ের এই খেলায় চাঁচল মহকুমার মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। বহু সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এদিন মাঠে উপস্থিতি ছিলেন মালদার জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য, চাঁচল মহকুমাশাসক দেবাশিস চ্যাটার্জি, মালদা জেলা কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস-এর সহকারী সভাপতি শান্তনু সাহা, মালদা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সমিতির সম্পাদক দিলীপকুমার দাস, চাঁচল ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণী দাস ঘোষ, চাঁচল মহকুমার বিদ্যালয় ক্রীড়া সমিতির সম্পাদক প্রিয়জিৎ সরকার সহ আরো অনেকে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে চাঁচল ফুটবল স্টেডিয়াম থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে সমগ্র চাঁচল শহর পরিক্রমা করে।

অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের কাবাডি প্রতিযোগিতায় মহকুমার ছয়টি ব্লক অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে ফাইনালে ওঠে চাঁচল ১ ও হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় চাঁচল ১ কে হারিয়ে বিজয়ী হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লক। অন্যদিকে অনূর্ধ্ব ১৯ ছাত্রদের ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। ছয়টি ব্লকের দল। মোট ২০ মিনিট করে প্রতিটি খেলা হয়। চাঁচল ২ ব্লককে হারিয়ে এতেও জয়ী হয় হরিশ্চন্দ্রপুর ১।

চাঁচল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমিতির সম্পাদক প্রিয়জিৎ সরকার বলেন, এই খেলাধুলার মাধ্যমে আগামীদিনে এই মহকুমা থেকে নতুন নতুন প্রতিভা খুঁজে পাওয়া যাবে।*–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

নজিরবিহীন সংঘাত

প্রথম পাতার পর

এই সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। এটা আমাদের কাছে যন্ত্রণার মুহূর্ত। সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসন ঠিকমতো চলছে না। গত কয়েকমাসে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে, যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়।' বিচারপতি চেলামেশ্বরের বক্তব্য, 'আমাদের চারজনের মনে হয়েছে, সুপ্রিমকোর্টের মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। দেশের প্রতিও আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এই কর্তব্যের টানেই আমরা মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে জানিয়েছিলাম যে শীর্ষ আদালতে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না। আজ সকালেও ওঁর সঙ্গে দেখা করে বিষয়গুলি জানাই। কিন্তু সুপ্রিমকোর্টের মতো একটি প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার ব্যাপারে যে পদক্ষেপ করা দরকার তা ওঁকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা।' দু-মাস আগে প্রধান বিচারপতিকে তাঁরা যে চিঠিটি দিয়েছিলেন সেটিও এদিন প্রকাশ্যে আনেন বিচারপতি চেলামেশ্বর। বিচারপতিদের ক্ষোভ, বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলা তুলনামূলকভাবে নতুন বিচারপতিদের এজলাসে পাঠানো হচ্ছে। সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়ো সংঘর্ষ মামলার বিচারক বিএইচ লোয়ার রহস্যজনকভাবে মৃত্যুর ঘটনায় যে জনস্বার্থ মামলাটি করা হয়েছে সেটি প্রবীণ বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত বেঞ্চগুলির কাছে না পাঠিয়ে অন্য বিচারপতিদের কাছে পাঠানো নিয়েও আপত্তি তোলেন তাঁরা। বিচারপতি চেলামেশ্বর, গগৈদের মতে, প্রধান বিচারপতি এই কাজটি নিজের মর্জিমাফিক করেন। এর পিছনে কোনো যৌক্তিকতা থাকে না।

বিচারবিভাগের এহেন অভ্যন্তরীণ কলহে আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে দেশের আইনজীবী মহল। প্রাক্তন বিচারপতি অশোককুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আজ যেটা ঘটল সেটা কখনও কাম্য ছিল না। যাঁরা অভিযোগ তুলেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ রয়েছে। এর ফল নিয়ে মানুষের মধ্যে আশঙ্কার মেঘ ঘনাবে।' আরও এক প্রাক্তন বিচারপতি পিবি সাওয়ান্তের মতে, 'সুপ্রিমকোর্টে নিশ্চয়ই কোনো বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ চলছে। সেটা হতে পারে প্রধান বিচারপতির সঙ্গেই চলছে। সেকারণেই আজ নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিরা সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন।' প্রাক্তন বিচারপতি মুকুল মুদগাল বলেন, 'আর কোনো উপায় না দেখেই বিচারপতিরা সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে বিচারক লোয়ার রহস্যমৃত্যুর মামলার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।' সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং অবশ্য প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর সহকর্মীদের এই 'বিক্ষোভের বিস্ফোরণ'কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানান, সুপ্রিমকোর্টে কী চলছে তা দেশের মানুষের জানা উচিত। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মতে, প্রধান বিচারপতি যেভাবে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, তার মোকাবিলায় কাউকে না কাউকে তো মুখ খুলতেই হত। সেকারণেই এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন বিচারপতি চেলামেশ্বররা। যদিও প্রবীণ আইনজীবী উজ্জ্বল নিকম বলেছেন, 'আজকের তারিখটা ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খুব খারাপ একটা নজির তৈরি হল। আজ থেকে সাধারণ মানুষ বিচারপতিদের রায়কে সন্দেহের চোখে দেখবেন। প্রত্যেক রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।' সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়েও মনে করেন, এদিনের ঘটনায় সুপ্রিমকোর্টের যারপরনাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। বস্তুত, বিচারবিভাগীয় দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ নিয়ে অতীতেও বহুবার নাড়াচাড়া হয়েছে। কিন্তু কখনও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে সহকর্মীদের এভাবে প্রকাশ্যে সরব হতে দেখা যায়নি।